[২০১৮] ৪ এস. সি. আর. ১০৩৩

সত্যেন্দ্র কুমার মেহরা @ সত্যেন্দ্র কুমার মেহরা

বনাম

ঝাড়খণ্ড রাজ্য

(২০১৮ সালের ফৌজদারি আপিল নংঃ ৪০৬)

মার্চ ২৩,২০১৮

[এ. কে. সিক্রি এবং অশোক ভূষণ, বিচারপতিদ্বয়]

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ - ধারা ৩৫৭(২) - আপিলকারীর বিচার ৪২০,৪৬৭,৪৬৮,৪৭১ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য করা হয়েছিল। সহ পঠিত, ১২০-খ ভারতীয় দণ্ডবিধি- বিচার আদালত আপিলকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং জরিমানা সহ সাজা প্রদান করে।আপিলকারী হাইকোর্টে আপিল দায়ের করে এবং সাজা স্থগিতের জন্য আবেদনও দায়ের করে-হাইকোর্ট সাজা স্থগিতের আবেদন মঞ্জুর করে, তবে, আপিলকারীকে নিম্ন আদালতে প্রদত্ত জরিমানার পরিমাণ জমা করার নির্দেশ দেয়-ধারা ৩৫৭ (২) ফৌজদারি কার্যবিধির ভিত্তিতেই হোক না কেন। উক্ত জরিমানা যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাজার অংশ ছিল আপিলের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছিল এবং আপিলকারী কর্তৃক জমা দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের দ্বারা নির্দেশ দেওয়া হত না-অনুষ্ঠিতঃ হাইকোর্টের আদেশে কোনও দুর্বলতা নেই- ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-ধারা ৩৫৭ (২)-উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য-স্থির হয়েছেঃ হাইকোর্টের আদেশে কোনও ত্রুটি নেই - তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, ধারা ৩৫৭(২) ফৌজদারি কার্যবিধির আকৃষ্ট হয়নি কারণ সাজার অংশ হিসেবে বিচার আদালত কর্তৃক আরোপিত জরিমানা থেকে কোনও ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোনও নির্দেশ ছিল না - ধারা ৩৫৭ ফৌজদারি কার্যবিধির (২) শুধুমাত্র তখনই কার্যকর হয় যখন ৩৫৭(১) ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে আরোপিত জরিমানা ব্যবহার করে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোনও আদেশ দেওয়া হয় অথবা ধারা ৩৫৭(৩) ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে নির্দেশিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় - বর্তমানে ধারা ৩৫৭(১) ফৌজদারি কার্যবিধির কোনও মামলা বা ধারা ৩৫৭(৩) ফৌজদারি কার্যবিধির কোনও উপ-ধারা (২) স্পষ্টতই প্রযোজ্য নয়।

১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি - ধারা ৩৫৭(২) - উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য - স্থির করা হয়েছে: ধারা ৩৫৭(১) ফৌজদারি কার্যবিধি কিছু পরিস্থিতিতে আরোপিত জরিমানাকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ব্যবহারের কথা বিবেচনা করে ভুক্তভোগীকে - ধারা ৩৫৭-এর উপ-ধারা (২) একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করে যে আপিলের জন্য অনুমোদিত সময়কাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের অর্থ প্রদান করা হবে না অথবা যদি আপিল দায়ের করা হয়, তবে সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত - আইনসভা সচেতন ছিল যে ক্ষতিপূরণ ব্যবহার করা হলে, ক্ষতিগ্রস্থের কাছ থেকে ব্যবহৃত উক্ত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নাও থাকতে পারে যাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে তাই অর্থ প্রদানের উপর নিষেধাজ্ঞা উপ-ধারা (২)-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে - সুতরাং সর্বোত্তমভাবে ধারা ৩৫৭ ফৌজদারি কার্যবিধি-এর উপ-ধারা (২)

হল এমন একটি বিধান যা আপিলের সীমাবদ্ধতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণের ব্যবহারকে বিলম্বিত বা আটকে রাখে বা যদি এটি সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত দায়ের করা হয়-এই বিধানটি আপিলের বিচারাধীনতার সময় কোনওভাবেই জরিমানার সাজা স্থগিত রাখে না।

আপিল খারিজ করে আদালত

স্থির হয়েছে: ১. ধারা ৩৫৭ (১)ফৌজদারি কার্যবিধি-এ বর্ণিত বিভিন্ন পরিস্থিতির ক্ষতিপূরণের জন্য জরিমানা ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করা হয়েছে। ধারা ৩৫৭ (১) ফৌজদারি কার্যবিধি ধারা ৩৫৭ ফৌজদারি কার্যবিধি-এর উপ-ধারা (২)-এ যা বলা হয়েছে তার প্রসঙ্গে ৩৫৭ ফৌজদারি কার্যবিধি-এর উপ-ধারা (২)-কে খোদাই করা হয়েছে। ধারা ৩৫৭ ফৌজদারি কার্যবিধি-এর উপ-ধারা (২)-এ ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলি হল "আপিল পেশ করার জন্য অনুমোদিত সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার আগে বা আপিল পেশ করার আগে এই ধরনের কোনও পেমেন্ট হল তৈরি করা উচিত নয়।" এইভাবে, ধারা ৩৫৭ (২)-এর অধীনে যা নিষিদ্ধ। জরিমানা ব্যবহার করে ক্ষতিপূরণ প্রদানের অর্থ আপিল পেশ করার জন্য অনুমোদিত সময়কাল শেষ হয়ে যাওয়া বা আপিল দায়ের করা হলে আপিলের সিদ্ধান্তের আগে প্রদান করা হবে না। এতে সাজা স্থগিত রাখার কোনও ধারণা নেই।

২. ধারা ৩৫৭ ফৌজদারি কার্যবিধি-এ একটি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে জরিমানার সাজা দেওয়ার রায় দেওয়ার পরে, জরিমানাটিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হবে না যতক্ষণ না সেখানে উল্লিখিত আকস্মিকতা সিকিউর। জরিমানা সহ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সাজা ধারা ৩৫৭ (২)ফৌজদারি কার্যবিধি-এ অন্তর্ভুক্ত নিষেধাজ্ঞার দ্বারা কোনওভাবেই প্রভাবিত হয় না। ধারা ৩৫৭ (২) ফৌজদারি কার্যবিধি-এর কার্যকারিতা ধারা ৩৫৭ (১) এবং (৩) ফৌজদারি কার্যবিধি দ্বারা বিবেচিত ক্ষতিপূরণ প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ধারা ৩৫৭ ফৌজদারি কার্যবিধির শিরোনাম। " এই ধারার বিষয়বস্তুগুলি শুধুমাত্র একটি উপসংহারে নিয়ে যায় যে, আরোপিত জরিমানা থেকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়ে পুরো বিধানটি খোদাই করা হয়েছে বা যখন আদালত জরিমানা ধার্য করে যার অংশ নয়, তখন আদালত ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে যে ব্যক্তি আহত হয়েছেন তাকে সরাসরি এই পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে পারে। সুতরাং, ধারা ৩৫৭ ফৌজদারি কার্যবিধি" দ্বারা প্রদত্ত বাক্যের স্থগিতাদেশের সাথে কিছুই করার নেই। বিচার আদালত এবং অভিযুক্তের উপর আরোপিত জরিমানার সাজা কোনওভাবেই ধারা ৩৫৭ (২) ফৌজদারি কার্যবিধি দ্বারা প্রভাবিত হয় না। বর্তমান মামলাটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে বিচার আদালত আরোপিত জরিমানা থেকে কাউকে কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। বিচার আদালতের আদেশে ক্ষতিপূরণের ১১ শতাংশ প্রদানের কোনও নির্দেশ নেই বা বর্তমান মামলাটি

ধারা ৩৫৭ (১) ফৌজদারি কার্যবিধি-এর উপ-ধারা (ক) থেকে (ঘ)-এ উল্লিখিত পরিস্থিতি দ্বারা আচ্ছাদিত। এটি ধারা ৩৫৭ (৩) ফৌজদারি কার্যবিধি-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয়। অতএব, ধারা ৩৫৭ (২) ফৌজদারি কার্যবিধি-এর প্রয়োগযোগ্যতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ধারা ৩৫৭ ফৌজদারি অপরাধের শিরোনামটি ধারার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট আলোকপাত করে। ধারা ৩৫৭ ফৌজদারি কার্যবিধি কেবল তখনই আকৃষ্ট হয় যখন ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আদালতের আদেশ দেওয়া হয়। ধারা ৩৫৭ অন্য কোনও ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয় না। এটি ভালভাবে নিষ্পত্তি হয় যে ধারার ব্যাখ্যায় কোনও সন্দেহ থাকলে ধারার শিরোনাম একটি ভূমিকা পালন করে।

৩. ধারা ৩৫৭ (১) ফৌজদারি কার্যবিধি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আরোপিত জরিমানাকে ভুক্তভোগীকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করা হয়েছে। উপ-ধারা (২) একটি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যে আপিলের জন্য অনুমোদিত সময়কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা আপিল দায়ের করা হলে, তার সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের অর্থ প্রদান করা হবে না। আইনসভা সচেতন ছিল যে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হলে, যাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় তাদের কাছ থেকে উক্ত পরিমাণ অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নাও থাকতে পারে, তাই উপ-ধারা (২)-এ অর্থ প্রদানের নিষেধাজ্ঞা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এইভাবে ধারা ৩৫৭ ফৌজদারি কার্যবিধি-এর সর্বোত্তম উপ-ধারা (২)। এটি এমন একটি বিধান যা আপিলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া বা দায়ের করা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ স্থগিত বা বাতিল করে দেয় যতক্ষণ না এটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই বিধানটি আপিলের মুলতুবি থাকার সময় কোনওভাবেই জরিমানার সাজা স্থগিত রাখে না। যে উদ্দেশ্যে ধারা ৩৫৭ ফৌজদারি কার্যবিধি-এর উপ-ধারা (২) প্রণয়ন করা হয়েছে তা উপরে উল্লিখিত হিসাবে আলাদা এবং এটি কখনই অভিযুক্তদের উপর আরোপিত জরিমানার সাজা স্থগিত রাখার কথা বিবেচনা করে না।

৪। ধারা ৩৫৭ (২) ফৌজদারি কার্যবিধি বর্তমান মামলায় আকৃষ্ট করা হয়নি কারণ শাস্তির অংশ হিসাবে বিচার আদালত কর্তৃক আরোপিত জরিমানা থেকে কোনও ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোনও নির্দেশ ছিল না। ধারা ৩৫৭ ফৌজদারি কার্যবিধি (২) কেবল তখনই কার্যকর হয় যেখানে ধারা ৩৫৭ (১) ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে দণ্ড হিসাবে আরোপিত জরিমানা ব্যবহার করে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোনও আদেশ বা ধারা ৩৫৭ (৩) ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে নির্দেশিত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। উপস্থাপিত ধারা ৩৫৭ (১) ফৌজদারি কার্যবিধি এর কোনও মামলা নয়। ধারা ৩৫৭ (৩), ধারা ৩৫৭ ফৌজদারি কার্যবিধি এর উপ-ধারা (২), স্পষ্টভাবে প্রযোজ্য নয়।

কেদার নাথ বনাম হরিয়ানা রাজ্য ২০০৬ (৩) পিএলআর ১৯৪-বিশিষ্ট।

সীতারাম মন্ডলের পুত্র ভারত মণ্ডল বনাম বিহার রাজ্য, ২০১২ (২) পি. এল. বিচারপতি আর ৮৫৫; দিলীপ এস. দাহানুকার বনাম কোটাক মাহিন্দ্রা কোম্পানি লিমিটেড এবং আরেকটি (২০০৭) ৬ এস. সি. সি ৫২৮: [২০০৭] ৪ এস. সি. আর ১১২২; বনাম সি. বি. এল চণ্ডীগড় (২০০১) ৬ এস. সি. সি ৫৮৪:। ২০০১] ১ সম্পূরক। এস. সি. আর ২২৪-প্রয়োগযোগ্য নয়।

স্ট্যানি ফেলিক্স পিন্টো বনাম জাঙ্গিদ বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকটি. (২০০১) ২ এস. সি. সি. ৪১৬: [২০০১] ১ এস. সি. আর. ৩৯০; ভিক্ষা এবং অন্যান্য বনাম চরণ সিং, এ. আই. আর ১৯৫৯ এস. সি. ৯৬০: [১৯৫৯] সাপ্লিট। এস. সি. আর. ৭৯৮: এন. সি. ধৌণ্ডিয়াল বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য, (২০০৪) ২ এস. সি. সি. ৫৭৯: [২০০৩] ৬ সাপ্লিট। এস. সি. আর. ৬৭৪; ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড এবং এ. এন. আর. বনাম স্মল-স্কেল ইন্ডাস্ট্রিবিচারডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (সিডবি) ২০০৩ (৬) কারলজে ৩৮৭; হরি সিং বনাম সুখবীর সিং এবং অন্যান্য (১৯৮৮) ৪ এস. সি. সি. ৫৫১

মামলা আইন প্রসঙ্গঃ

[2001] 1 SCR 390 referred to Para 8

[1959] Suppl. SCR 798 referred to Para 15

[2003] 6 Suppl. SCR 674 referred to Para 16

[2007] 4 SCR 1122 inapplicable Para 17

2003 (6) KarLJ 387 referred to Para 26

2006 (3) PLR 194 distinguished Para 27

2012 (2) PLJR 855 referred to Para 29

[1988] 2 Suppl. SCR 571 referred to Para 32

[2001] 1 Suppl. SCR 224 inapplicable Para 35

ফৌজদারি আপিল বিচারঃ ফৌজদারি আপিল ২০১৮ সালের ৪০৬ নম্বর।

সিআরএল-এ ২০১৮ সালের আই. এ. নং ৮৯২-এ হাইকোর্টের ২৩.০২.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে। আপিল (এসজে) নং।

ঝাড়খণ্ডের ২০১৮ সালের ১৭৬ নং রাঞ্চে।

সুনীল কুমার, সিনিয়র অ্যাড., হিমাংশু শেখর, আপিলকারীর পক্ষে অ্যাড. আমান লেখী, এ. এস. জি, রাজীব নন্দা, টি. এ. খান, বি. ভি. বলরামদাস,

আইনজীবীরা উত্তরদাতার জন্য।

'আদালতের রায়টি প্রদান করা হয়েছিল।

আশোক ভূষণ, বিচারপতি দ্বারা । ১। এই আপিল রাঁচির ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের ২০১৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৭৬-এর একটি আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে, যেখানে হাইকোর্ট আপিলকারীর দায়ের করা আই.এ.নং ৮৯২-এর ২০১৮-কে মঞ্জুর করে আপিলকারীর সাজা স্থগিত করার নির্দেশ দিয়েছে। হাইকোর্ট আরও নির্দেশ দিয়েছে যে আপিলকারীকে নিম্ন আদালতে দেওয়া জরিমানার পরিমাণও জমা দিতে হবে। হাইকোর্ট যে আদেশের মাধ্যমে জরিমানার পরিমাণ জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, তার কেবলমাত্র সেই অংশের বিরুদ্ধেই আপিলকারী সংক্ষুব্ধ।

২। আপিলকারী ১৯৯৬ সালের আর.সি. মামলা নং ৬৮(ক)- রাজ্য (সিবিআই-এর মাধ্যমে) বনাম লালু প্রসাদ @ লালু প্রসাদ যাদব এবং অন্যান্যদের মধ্যে একজন অভিযুক্ত ছিলেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইপিসির ধারা ১২০-খ/ ৪০৯, ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১ এবং ৪৭৭-এ-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের বিচার করা হয়েছিল, যা ১৯৮৮ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ধারা ১৩(১)(গ) এবং (ঘ) এবং ১৩(২) সহ পঠিত হয়েছিল। বিচার আদালত ২৪.০১.২০১৮ তারিখের আদেশে অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা প্রদান করে। আপিলকারী, যিনি অভিযুক্তদের একজন ছিলেন, তাকে নিম্নলিখিত সাজা প্রদান করা হয়:

"৪৪. সত্যেন্দ্র কুমার মেহরা অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত ১২০-খ/৪২০, ১২০-খ/৪৬৭, ১২০-খ/৪৬৮ এবং ১২০- খ/৪৭১ ভারতীয় দণ্ডবিধিএর অধীনে শাস্তিযোগ্য:

১২০-খ/৪২০ ভারতীয় দণ্ডবিধিএর অধীনে পাঁচ (০৫) বছরের কারাদণ্ড, ২৫,০০০ টাকা জরিমানা এবং জরিমানা অনাদায়ে তিন (০৩) মাসের কারাদণ্ড।

১২০-খ/৪৬৭ ভারতীয় দণ্ডবিধিএর অধীনে পাঁচ (০৫) বছরের কারাদণ্ড, ২৫,০০০ টাকা জরিমানা এবং জরিমানা অনাদায়ে তিন (০৩) মাসের কারাদণ্ড।

১২০-খ/৪৬৮ ভারতীয় দণ্ডবিধিএর অধীনে পাঁচ (০৫) বছরের কারাদণ্ড, ২৫,০০০ টাকা জরিমানা এবং জরিমানা এস.আই. তিন **(03)** মাসের জন্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে।

ভারতীয় দণ্ডবিধিধারা ১২০-খ/৪৭১এর অধীনে পাঁচ (০৫) বছরের কারাদণ্ড এবং ২৫,০০০ টাকা জরিমানা এবং জরিমানা এস.আই. তিন

(03) মাসের জন্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে। সমস্ত সাজা একসাথে চলবে এবং মেয়াদ বিয়োগ বন্ধ করা হবে।

৩. উপরোক্ত দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজা আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ আপীলকারী হাইকোর্টে ২০১৮ সালের ১৭৬ নং ফৌজদারি আপিল দায়ের করেছেন। আপীলকারী সাজা স্থগিত করার জন্য আবেদনও করেছেন।

পরের শুনানিতে, হাইকোর্ট আবেদনকারীকে সাজা স্থগিত করার বিশেষাধিকার প্রদান করে এবং দুই জামিনদার সহ ধারা৫০,০০০/- এর জামিন বন্ডে আবেদনকারীকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেয়। যাইহোক, আবেদনটি মঞ্জুর করার সময় হাইকোর্ট নিম্নলিখিত নির্দেশ পাস করেঃ

"আবেদনকারীকে এর আগে প্রদত্ত জরিমানার পরিমাণও জমা দিতে হবে।

নিচের কোর্ট। "

৪, নিম্নোক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত জরিমানার পরিমাণ জমা দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের উপরোক্ত নির্দেশে ক্ষুব্ধ আবেদনকারী এই আবেদনে এসেছেন।

৫. আমরা শুনেছি যে, আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী শ্রী সুনীল কুমার এবং রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে উপস্থিত ভারতের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল শ্রী আমান লেখী।

৬। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫৭ ধারা উপ-ধারা (২)-এর উপর নির্ভর করে আপিলকারীর জন্য শিক্ষিত বিচারপতিজমা দিয়েছেন যে যেহেতু আপিলকারী ইতিমধ্যে হাইকোর্টে আপিল দায়ের করেছেন, তাই বিচার আদালত কর্তৃক উত্থাপিত জরিমানার পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার আপিলের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রয়েছে। তিনি জমা দিয়েছেন যে বর্তমান মামলায় জরিমানার সাজা বিচার আদালত দ্বারাও আরোপ করা হয়েছিল যা আপিলের বিষয়, তাই ধারা ৩৫৭ (২) সিআরপি বর্তমান মামলায় আকৃষ্ট হয় এবং হাইকোর্টের আবেদনকারীকে বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত জরিমানার পরিমাণ জমা করার নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল না যা ধারা ৩৫৭ (২) ফৌজদারি কার্যবিধি-এর বিধানের অধীনে রয়েছে। আবেদনকারীর পক্ষে তাঁর জমা দেওয়ার সমর্থনে শিক্ষিত বিচারপতিদিলীপ এস দাহানুকার বনাম কোটাক মাহিন্দ্রা কোং.লিমিটেড-এ রিপোর্ট করা এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন। এবং অন্যটি, (২০০৭) ৬ এসসিসি ৫২৮।

৭. শ্রী আমান লেখী, ভারতের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল আপিলকারীর পক্ষে শিক্ষিত পরামর্শদাতার জমা দেওয়ার বিরোধিতা করে যে হাইকোর্ট আপিলকারীকে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত জরিমানার পরিমাণ জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে ত্রুটি করেনি। তিনি জমা দিয়েছেন যে ধারা ৩৫৭ (২) ফৌজদারি কার্যবিধি-এর বিধানগুলি বর্তমান মামলায় আকৃষ্ট হয় না। তিনি জমা দিয়েছেন যে ধারা ৩৫৭ ফৌজদারি কার্যবিধি-র উপ-ধারা (২) দ্বারা যা বিবেচনা করা হয়েছে তা হল "ধারা ৩৫৭ (১) ফৌজদারি কার্যবিধি-তে পরিকল্পিত ক্ষতিপূরণ প্রদান"। তিনি জমা দিয়েছেন যে ক্ষতিপূরণ প্রদানের স্থগিতাদেশ জরিমানার স্থগিতাদেশের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা যা অভিযুক্তদের উপর আরোপিত শাস্তির একটি অংশ।

৮. তিনি জমা দিয়েছেন যে এই আদালত স্ট্যানি ফেলিক্স পিন্টো বনাম জাঙ্গিদ বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্য একটি, (২০০১) ২ এসসিসি ৪১৬, বেস একটি

হাই কোর্টকর্তৃক একই ধরনের আদেশ জারি করা হয় যেখানে হাই কোর্ট সাজার অংশ হিসাবে আরোপিত জরিমানার অংশ হিসাবে সাজা স্থগিত করার শর্ত হিসাবে চার লক্ষ টাকা প্রদানের নির্দেশ দেয়।

৯. আপিলকারীর পক্ষে শিক্ষিত বিচারপতিজমা দিয়েছেন যে স্ট্যানি ফেলিক্স পিন্টো (উপরে উল্লিখিত)-তে এই আদালতের রায়কে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫৭ (২) ধারার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যাবে না. উপরের ক্ষেত্রে এই আদালত কোন ধারাটি উল্লেখ করেনি বা উল্লেখ করেনি

১০। আমরা পক্ষগুলির পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য বিবেচনা করেছি এবং নথিপর্যালোচনা করেছি। নথিতে আনা তথ্য থেকে স্পষ্ট যে আপিলকারীকে দেওয়া সাজা ছিল পাঁচ বছরের কারাদণ্ড, ২৫,০০০ টাকা জরিমানা এবং তিন মাসের অনাদায়ী সাজা। উক্ত সাজা চারটি মামলায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল এবং সমস্ত সাজা একই সাথে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। সুতরাং, জরিমানা সাজার অংশ ছিল। বর্তমান মামলায় যে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তা হল, ধারা ৩৫৭(২) ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসারে, উক্ত জরিমানা, যা সাজার অংশ ছিল, তা কি আপিলের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থগিত হয়ে যেত এবং হাইকোর্ট কর্তৃক আপিলকারী কর্তৃক জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হত না।

১১। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের ধারা ৩৫৭ (২) ফৌজদারি কার্যবিধি দ্বারা বর্ণিত বিধিবদ্ধ পরিকল্পনার প্রতিফলন করতে হবে। ধারা ৩৫৭ (২) ফৌজদারি কার্যবিধি. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর অধ্যায় **XXVII**-এর অংশ। ধারা ৩৫৩ রায়, তার ঘোষণা, স্বাক্ষর, বিতরণ এবং অন্যান্য দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করে। ধারা ৩৫৪ রায়ের ভাষা এবং বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করে। ধারা ৩৫৫ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের রায়কে বোঝায়। ধারা ৩৫৭ পূর্বে দোষী সাব্যস্ত অপরাধীর ঠিকানা অবহিত করার আদেশের সাথে সম্পর্কিত এবং তারপরে ধারা ৩৫৭ "ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ" শিরোনাম বহন করে। ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ, এইভাবে, রায়ের একটি অংশ যেখানে আদালত ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেয়।

১২। ধারা ৩৫৭ (১) ফৌজদারি কার্যবিধি বিবেচনা করে যে যখন কোনও আদালত জরিমানা বা এমন কোনও সাজা আরোপ করে যার মধ্যে জরিমানা একটি অংশ গঠন করে, তখন আদালত রায় দেওয়ার সময়, পুরো বা উদ্ধারকৃত জরিমানার কোনও অংশ প্রয়োগ করার আদেশ দিতে পারে, ধারা ৩৫৭ নিম্নলিখিত প্রভাবের জন্যঃ-

"৩৫৭। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ।

(১) যখন কোনও আদালত জরিমানা বা একটি সাজা (মৃত্যুদণ্ডের সাজা সহ) আরোপ করে যার মধ্যে জরিমানা একটি অংশ গঠন করে,

আদালত রায় দেওয়ার সময় পুনরুদ্ধারকৃত জরিমানার পুরো বা যে কোনও অংশ প্রয়োগ করার আদেশ দিতে পারে-

(ক) রাষ্ট্রপক্ষেযথাযথভাবে ব্যয় করার ক্ষেত্রে;

(খ) অপরাধের ফলে হওয়া কোনও ক্ষতি বা আঘাতের জন্য কোনও ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে, যখন আদালতের মতে, ক্ষতিপূরণ কোনও দেওয়ানি আদালতে এই ধরনের ব্যক্তির দ্বারা আদায়যোগ্য হয়;

(গ) যখন কোনও ব্যক্তি অন্য কোনও ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর জন্য বা এই জাতীয় অপরাধ করতে প্ররোচিত করার জন্য কোনও অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়, তখন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ১০ জন ব্যক্তি, যারা মারাত্মক দুর্ঘটনা আইন, ১৮৫৫ (১৮৫৫ এর ১৩) এর অধীনে, এই ধরনের মৃত্যুর ফলে তাদের ক্ষতির জন্য দণ্ডিত ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পুনরুদ্ধারের অধিকারী;

(ঘ) যখন কোনও ব্যক্তি চুরি, ফৌজদারি অপব্যবহার, বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘন, বা প্রতারণা, বা অসততার সাথে গ্রহণ করা বা ধরে রাখা, বা স্বেচ্ছায় চুরি করা সম্পত্তি নিষ্পত্তি করতে সহায়তা করা, চুরি হয়ে গেছে বলে জেনে বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা, এমন কোনও অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়, যদি সেই সম্পত্তির কোনও সৎ ক্রেতাকে তার ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় যদি সেই সম্পত্তি তার অধিকারী ব্যক্তির দখলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

(২) আপিল সাপেক্ষে কোনও মামলায় যদি জরিমানা আরোপ করা হয়, তবে আপিল পেশ করার জন্য অনুমোদিত সময়কাল শেষ হওয়ার আগে বা আপিল পেশ করা হলে আপিলের সিদ্ধান্তের আগে এই ধরনের কোনও অর্থ প্রদান করা হবে না।

(৩) যখন কোনও আদালত কোনও সাজা আরোপ করে, যার মধ্যে জরিমানা কোনও অংশ গঠন করে না, তখন আদালত রায় দেওয়ার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে, যে কাজের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তার কারণে যে ব্যক্তির কোনও ক্ষতি বা আঘাত হয়েছে তাকে আদেশে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারে।

(৪) এই ধারার অধীনে একটি আদেশ আপিল আদালত বা হাইকোর্ট বা সেশন কোর্ট দ্বারা তার পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়ও করা যেতে পারে।

(৫) একই বিষয় সম্পর্কিত পরবর্তী যে কোনও দেওয়ানি মামলায় ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময়, আদালত এই ধারার অধীনে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদত্ত বা আদায় করা যে কোনও পরিমাণ বিবেচনা করবে।

১৩। ধারা ৩৫৭-এর উপ-ধারা (১)-এর সমস্ত পরিস্থিতি আরোপিত জরিমানা থেকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশকে বোঝায়। সুতরাং, সমস্ত পরিস্থিতি এমন পরিস্থিতি যেখানে আরোপিত জরিমানা এবং পুনরুদ্ধার উপরোক্ত পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে হবে।

১৪। এইভাবে জরিমানাটি ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করা হয়, ধারা ৩৫৭ (১)ফৌজদারি কার্যবিধি-এ বর্ণিত বিভিন্ন পরিস্থিতি। ধারা ৩৫৭ফৌজদারি কার্যবিধি-এর উপ-ধারা (২). ধারা ৩৫৭ ফৌজদারি কার্যবিধির উপ-ধারা (১)-এ যা বলা হয়েছে তার প্রসঙ্গে খোদাই করা হয়েছে। ধারা ৩৫৭ ফৌজদারি কার্যবিধির উপ-ধারা (২)-এ ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলি হল "আপিল পেশ করার জন্য অনুমোদিত সময়কাল শেষ হওয়ার আগে বা আপিল পেশ করা হলে, আপিলের সিদ্ধান্তের আগে এই ধরনের কোনও অর্থ প্রদান করা হবে না।" 'সুতরাং, ধারা ৩৫৭ (২) ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে যা নিষিদ্ধ। আপিল পেশ করার জন্য অনুমোদিত সময়কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা আপিল দায়ের করা হলে আপিলের সিদ্ধান্তের আগে পর্যন্ত জরিমানা ব্যবহার করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে না। এতে সাজা স্থগিত রাখার কোনও ধারণা জড়িত নেই।

১৫। অধ্যায় **XXIX** আপীলগুলি নিয়ে আলোচনা করে। উক্ত অধ্যায়ে ৩৮৯ ধারাটি "আপিল বিচারাধীন দণ্ডাদেশ স্থগিতকরণ; জামিনে আপিলকারীর মুক্তি" বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। ধারা ৩৮৯ (১) ফৌজদারি কার্যবিধি আপিল আদালতকে আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেয় যে আপিলের বিরুদ্ধে আপিল করা সাজা বা আদেশের কার্যকরকরণ স্থগিত করা হবে এবং যদি সে কারাবাসে থাকে তবে তাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হবে। সুতরাং, সাজা স্থগিত করার ক্ষমতা ধারা ৩৮৯ ফৌজদারি কার্যবিধি থেকে উদ্ভূত হয়। যেখানে আপিল আদালত এই ধরনের আদেশ পাস করার ক্ষমতা রাখে। ধারা ৩৫৭ এবং ৩৮৯ফৌজদারি কার্যবিধি, দুটি ভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে। ধারা ৩৫৭ফৌজদারি কার্যবিধি। ধারা ৩৫৭ফৌজদারি কার্যবিধি এতে একটি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, জরিমানার দণ্ডাদেশের রায় দেওয়ার পরে, তাতে উল্লিখিত আকস্মিকতা না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য জরিমানা ব্যবহার করা হবে না। জরিমানার সাজা সহ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সাজা ধারা ৩৫৭ (২)ফৌজদারি কার্যবিধি-এ অন্তর্ভুক্ত নিষেধাজ্ঞার দ্বারা কোনওভাবেই প্রভাবিত হয় না। ধারা ৩৫৭ (২) ফৌজদারি কার্যবিধি-এর কার্যকারিতা ধারা ৩৫৭ (১) এবং (৩)ফৌজদারি কার্যবিধি দ্বারা বিবেচিত ক্ষতিপূরণ প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ধারা ৩৫৭ সিআরপি-র শিরোনাম অর্থাৎ। "ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ" এবং এই ধারার বিষয়বস্তু শুধুমাত্র একটি উপসংহারে নিয়ে যায় যে আরোপিত জরিমানা থেকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়ে পুরো বিধানটি খোদাই করা হয়েছে বা যখন আদালত জরিমানা আরোপ করে তখন জরিমানা যার অংশ নয়, আদালত,

ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে, আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এই পরিমাণ অর্থ সরাসরি প্রদান করা যেতে পারে। অতএব, আমাদের মতে, ধারা ৩৫৭বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সাজা স্থগিত করার সাথে ফৌজদারি কার্যবিধি এর কোনও সম্পর্ক নেই এবং অভিযুক্তের উপর আরোপিত জরিমানার সাজা কোনওভাবেই ফৌজদারি কার্যবিধি এর ধারা৩৫৭ (২) দ্বারা প্রভাবিত হয় না। বর্তমান মামলাটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে বিচার আদালত কাউকে জরিমানা থেকে কোনও ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। বিচার আদালতের আদেশে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোনও নির্দেশ নেই এবং বর্তমান মামলাটি ফৌজদারি কার্যবিধি এর ধারা ৩৫৭ (১) এর উপ-ধারা (ক) থেকে (ঘ) এ উল্লিখিত পরিস্থিতির আওতাভুক্ত নয়। বর্তমান মামলাটি ফৌজদারি কার্যবিধি এর ধারা ৩৫৭(৩) এরও কোনও মামলা নয়। অতএব, ধারা ৩৫৭ (২) ফৌজদারি কার্যবিধি এর প্রযোজ্যতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ধারা ৩৫৭ বিচার আদালতের শিরোনাম। ধারাটির উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে এটি যথেষ্ট আলোকপাত করে। ধারা ৩৫৭ ফৌজদারি কার্যবিধি কেবল তখনই প্রযোজ্য যখন আদালত ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেয়। ধারা ৩৫৭ অন্য কোনও ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এটি সুনিশ্চিত যে ধারাটির ব্যাখ্যায় কোনও সন্দেহ থাকলে ধারার শিরোনাম একটি ভূমিকা পালন করে। ভিক্কা এবং অন্যান্য বনাম চরণ সিং, এআইআর ১৯৫৯ এসসি ৯৬০ মামলায় এই আদালত, একটি ধারার ব্যাখ্যা করার সময় ধারার শিরোনামের ভূমিকা পরীক্ষা করার সময় নিম্নলিখিত নীতিটি লক্ষ্য করেছেন:

"১৫.....ধারা ১৮০-এ এমন ব্যক্তির উচ্ছেদের বিধান রয়েছে—যে উচ্ছেদের জন্য নির্ধারিত সময়ের প্রবাহের মাধ্যমে বংশগত ভাড়াটে হয়ে উঠবে। যদি কোনও অস্পষ্টতা থাকে — আমরা কোনও অস্পষ্টতা খুঁজে পাই না — তবে তা ধারায় প্রদত্ত শিরোনাম এবং তফসিলে প্রদত্ত মামলার প্রকৃতির বর্ণনা দ্বারা দূর করা হয়েছে। শিরোনামটি এইভাবে লেখা আছে:

"স্বত্ব ছাড়া জমি দখলকারী ব্যক্তির উচ্ছেদ।"

ম্যাক্সওয়েল অন ইন্টারপ্রিটেশন অফ স্ট্যাটিউটস, ১০ম সংস্করণ, ধারাটির ব্যাখ্যায় এই জাতীয় শিরোনাম ব্যবহারকারীর সুযোগ দেয়, তাই, পৃ. ৫০-এ:

"কিছু আধুনিক আইনের ধারা বা ধারাগুলির সেটের সাথে যুক্ত শিরোনামগুলিকে সেই ধারাগুলির প্রস্তাবনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

তারা আইনের সরল শব্দগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তবে তারা

অস্পষ্ট শব্দগুলি ব্যাখ্যা করতে পারে।"

ধারার শব্দগুলির ব্যাখ্যায় যদি কোনও সন্দেহ থাকে, তাহলে শিরোনামটি অবশ্যই সেই 'সন্দেহ.....' সমাধানে আমাদের সাহায্য করে।

১৬। এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ এন. সি. ধৌণ্ডিয়াল বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য (২০০৪) ২ এস. সি. সি ৫৭৯ মামলায় একই ধরনের প্রস্তাব পুনর্ব্যক্ত করেছে, যেখানে ১৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

"১৫.....প্রান্তিক শিরোনামে ব্যবহৃত ভাষা হল আরেকটি নির্দেশক যে এটি একটি এখতিয়ারগত সীমাবদ্ধতা। এটি ব্যাখ্যার একটি নিষ্পত্তিকৃত নিয়ম যে ধারার শিরোনাম বা প্রান্তিক নোটের উপর নির্ভর করা যেতে পারে বিধানের ব্যাখ্যায় যেকোনো সন্দেহ বা অস্পষ্টতা দূর করতে এবং আইনগত উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে (উত্তম দাস চেলা সুন্দর দাস বনামঙ শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি, (১৯৯৬) ৫ এসসিসি ৭১ এবং ভিক্কা বনাম চরণ সিং, এআইআর ১৯৫৯ এসসি ৯৬০)।

১৭। এখন আমরা সেই রায়ে আসি যার উপর নির্ভর করে আপিলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী, অর্থাৎ, দিলীপ এস. দাহানুকার (উপরে উল্লিখিত)। উপরের ক্ষেত্রে এই আদালত ৩৫৭ ধারা ব্যাখ্যা করার সুযোগ পেয়েছিল, যার মধ্যে আপিলকারী ছিলেন ২ নং অভিযুক্ত, যাকে সাধারণ কারাবাস ছাড়াও অভিযোগকারীকে ₹ধারা১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। রায়ের ৩ নং অনুচ্ছেদে তথ্যগুলি উল্লেখ করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

৩। অভিযুক্ত আই. এম/এসগুডভ্যালু মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬-এর অধীনে নিবন্ধিত এবং অন্তর্ভুক্ত একটি সংস্থা এবং অভিযুক্ত ২, এখানে আপিলকারীকে আইনের ১৩৮ ধারার সাথে জড়িত একটি অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল দোষী সাব্যস্ত হওয়ার রায় এবং ২০০৬ সালের ২৩-২-এর সাজাঃ

অভিযুক্ত ১ কোম্পানি, এম/এসগুডভ্যালু মার্কেটিং কোং লিমিটেড আলোচনাযোগ্য দলিল আইনের ১৪১ ধারার সাথে পড়া ১৩৮ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে।

অভিযুক্ত ১ কোম্পানিকে ২৫,০০০ টাকা (মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা) জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা না দিলে অভিযুক্ত ২ জন, অভিযুক্ত ১-এর চেয়ারম্যান এবং বিচারের প্রতিনিধি মিঃ দিলীপ দাহানুকার ১ মাসের জন্য এস. আই ভোগ করবেন।

অভিযুক্ত ২ মিঃ দিলীপ এস. দাহানুকার, নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮১-এর ১৪১ ধারার সাথে পড়া ১৩৮ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

অভিযুক্ত ২-কে ১ মাসের জন্য এস. আই ভোগ করার সাজা দেওয়া হয়েছে।

অভিযুক্ত ২-কে ধারা ৩৫৭(৩) ফৌজদারি দণ্ডবিধির অধীনে অভিযোগকারীকে ১৫,০০,০০০ টাকা (মাত্র পনের লক্ষ টাকা) ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত ২-এর ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ৭,৫০,০০০ টাকার দুটি সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করার অধিকার রয়েছে। ৭,৫০,০০০ টাকার প্রথম কিস্তি ২৩-৩-২০০৬ তারিখে বা তার আগে এবং ৭,৫০,০০০ টাকার দ্বিতীয় কিস্তি ২৪-৪-২০০৬ তারিখে বা তার আগে পরিশোধ করতে হবে; ক্ষতিপূরণের পরিমাণ পরিশোধ না করলে অভিযুক্ত ২-কে আরও ২ মাসের জন্য ক্ষতিপূরণ ভোগ করতে হবে।

১৮। দোষী সাব্যস্ত করার আদেশের বিরুদ্ধে একটি আপিল করা হয়েছিল। আপিল আদালত আপিল গ্রহণ করার সময় অভিযুক্তকে উক্ত তারিখ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। আপিল আদালতের উক্ত আদেশের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রিট আবেদনদায়ের করা হয়েছিল যা খারিজ হয়ে যায় এবং তারপরে বিষয়টি এই আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। এই আদালতে একটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে কোডের ৩৫৭ (২) ধারার বিধানগুলি বিবেচনা করে, বিতর্কিত রায়টি সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিশীল কারণ এর পরিপ্রেক্ষিতে আরোপিত জরিমানার পরিমাণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থগিত হয়ে যাবে

১৯। উপরের ক্ষেত্রে এই আদালত কোডের ৩৫৭ ধারার উপ-ধারা (১), (২) এবং (৩) বিবেচনা করে পর্যবেক্ষণ করেছে যে উপ-ধারা (২) ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি নির্দেশ এবং উপ-ধারা (৩) উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। নিম্নলিখিত ৪৩,৪৪ এবং ৪৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

"৪৩। এটি আমাদের কাছে আবেদন করে না যে যদিও জরিমানার পরিমাণ থেকে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ কোডের ৩৫৭ ধারার উপ-ধারা (২) এর অধীনে স্থগিত থাকবে, যদি উপ-ধারা (৩) এর অধীনে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে এটি উক্ত বিধানটি আকর্ষণ করবে না। (পি সুরেশ কুমার বনাম আর শঙ্কর, [(২০০৭) ৪ এসসিসি ৭৫২ দেখুন।])

৪৪, ম্যাজিস্ট্রেটরা জরিমানার পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ দিতে পারবেন না। যখন জরিমানা আরোপ করা হয়, তখন বেসরকারী পক্ষের জোর দেওয়ার কোনও অধিকার নেই যে জরিমানার পরিমাণ থেকে তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যেতে পারে। ধারা ৩৫৭ (৩) এর অধীনে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষমতা কোনও আনুষঙ্গিক ক্ষমতা নয়। এটি একটি অতিরিক্ত ক্ষমতা। (বলরাজ বনাম ইউ. পি. রাজ্য, [(১৯৯৪) ৪ এস. সি. সি ২৯ দেখুন।)

৪৫. ধারা ৩৫৭-এর উপ-ধারা (১)-এর প্রকরন (খ) এবং ধারা ৩৫৭-এর উপ-ধারা (১) এবং ধারা ৩৫৭-এর উপ-ধারা (৩) একই উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা করে। যা প্রয়োজন তা হল আইনপ্রণেতার অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য অর্জন করা। ধারা ৩৫৭-এর উপ-ধারা (২) "জরিমানা" শব্দটি ব্যবহার করে। এটি বলে না যে কী স্থগিত করা হবে অর্থাৎ জরিমানা প্রয়োগ করা হবে। ধারা ৩৫৭-এর উপ-ধারা (২), আমাদের মতে, অন্য কোনও ব্যাখ্যা বিবেচনা করে না, এমনকি ধরে নেওয়া যায় যে মিঃ ললিত তাঁর জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক ছিলেন, তবুও উপ-ধারা (৩) সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হবে।

২০. ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৮৯ ধারার কথা উল্লেখ করে, এই আদালত লক্ষ্য করেছে যে দণ্ডাদেশ স্থগিত করা এবং জামিনে আবেদনকারীকে বড় করা, যিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং জরিমানা আদায়ের বিষয়টি সংসদ কোডের বিভিন্ন বিধানের অধীনে মোকাবিলা করেছে। নিম্নলিখিত ৫১ অনুচ্ছেদে

৫১। এসআই। ধারা ৩৮৯ ঠিক একই ধরনের পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করে না। ধারার ৩৮৯ ধারাটি তার ৩৮৭ ধারার সঙ্গে পড়তে হবে। দণ্ডাদেশ স্থগিত করা এবং জামিনে আবেদনকারীকে বড় করা, যিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং জরিমানা আদায়ের বিষয়টি সংসদ দ্বারা কোডের বিভিন্ন বিধানের অধীনে মোকাবিলা করা হয়েছে। সুতরাং, ক্ষতিপূরণ আদায়ের ক্ষেত্রে কোনও সাজা স্থগিত করার আদালতের ক্ষমতা জরিমানা আদায়ের নির্দেশের চেয়ে আলাদা হতে পারে।"

২১। উপরোক্ত মামলায় এই আদালত কোম্পানির উপর আরোপিত ধারা২৫,০০০/- জরিমানা এবং কোম্পানির চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত ধারা১৫ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করেছে। ৭১ অনুচ্ছেদে উপরোক্ত বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

৭১। আমরা প্রাথমিকভাবে মতামত দিচ্ছি (আপিলের যোগ্যতার মধ্যে না গিয়ে) যে বিদ্বান বিচার বিচারকের নির্দেশ কিছুটা অযৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে। এখানে আবেদনকারীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। কোম্পানির উপর কেবল জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং, সমস্ত অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্যের জন্য, বিদ্বান বিচার বিচারক কোডের ৩৫৭ ধারার উপ-ধারা (১) এবং (৩) উভয়ই আহ্বান করেছেন। এখানে আপিলকারীর দায়বদ্ধতা আলোচনাযোগ্য দলিল আইনের ১৪১ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে একটি পরোক্ষ ছিল। প্রশ্নটি

'কে এই দৃষ্টিকোণ থেকেও বিবেচনা করতে হতে পারে যে, বিচারিক বিচারক শুধুমাত্র কোম্পানির উপর ২৫,০০০ টাকা জরিমানা আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করেছিলেন। যদি তা-ই হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে যে ১৫ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কোম্পানির চেয়ারম্যানের দ্বারা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল কি না। আমরা মনে করি যে তা নয়।

২২। এই আদালত শেষ পর্যন্ত আপিলকারীকে ক্ষতিপূরণের জন্য এক লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় এবং ৭২ অনুচ্ছেদে তার উপসংহার নথিভুক্ত করে যা নিম্নরূপঃ

"৭২. অতএব, আমরা মতামত দিচ্ছিঃ

(i) এই ধরনের ক্ষেত্রে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫৭ ধারার উপ-ধারা **(২)** আবেদনকারীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও আকৃষ্ট হবে;

(ii) আপিল আদালত অবশ্য সাজা স্থগিত করার সময় আপিলকারীকে শর্তসাপেক্ষে রাখার অধিকারী ছিল। তবে, আপিল গ্রহণ করার জন্য এই ধরনের কোনও শব্দকে পূর্বশর্ত হিসাবে রাখা যায় না যা একটি সাংবিধানিক এবং বিধিবদ্ধ অধিকার;

(iii) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হতে হবে;

(iv) আদালত, এই পরিমাণ নির্ধারণ করার সময়, ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫৭ ধারার উপ-ধারা **(৫)**-এ উল্লিখিত বিষয়গুলি সহ সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে;

(v) কোনও অযৌক্তিক পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া যাবে না।

২৩. এই আদালত, উপরোক্ত মামলায়, ক্ষতিপূরণ প্রদানের প্রশ্ন নিয়ে কাজ করছিল যা আদালত ৩৫৭ ফৌজদারি কার্যবিধি ধারার উপ-ধারা **(৩)** এর অধীনে রায় দিয়েছিল। আদালত জরিমানার বিষয়টি নিয়ে কাজ করছিল না যা সাজার অংশ ছিল। সুতরাং, আদালতের বর্তমান মামলায় যে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে তা বিবেচনা করার কোনও সুযোগ ছিল না। আমরা, বর্তমান ক্ষেত্রে, ৩৫৭ **(২)** ফৌজদারি কার্যবিধি ধারার কোনও ক্ষতিপূরণ বা প্রয়োগযোগ্যতা প্রদানের সাথে জড়িত নই। এই ধরনের কোনও ২ ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে,

২৪। আমাদের স্ট্যানি ফেলিক্স পিন্টো **(**উপরে উল্লিখিত**)**-র এই আদালতের রায়টিও লক্ষ্য করতে হবে। উপরের মামলায় কারাদন্ডের পাশাপাশি আলোচনাযোগ্য দলিল আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে জরিমানাও আরোপ করা হয়েছিল। হাইকোর্ট প্রদত্ত পুনর্বিবেচনার সময়

এই আদালতে যে নির্দেশকে আপত্তি করা হয়েছিল সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জরিমানার কিছু অংশ আদালতে মওকুফ করা হবে এই শর্ত আরোপ করে সাজা স্থগিত করা হয়েছে। এই আদালত উক্ত নির্দেশ বহাল রেখেছে। নিম্নলিখিত, ২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

"২. যখন কোনও ব্যক্তিকে আলোচনাযোগ্য দলিল আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং কারাবাস ও জরিমানার সাজা দেওয়া হয়, তখন তিনি সাজা স্থগিতের জন্য উচ্চতর আদালতে যান। তাঁর পুনর্বিবেচনার আবেদন মঞ্জুর করে হাইকোর্ট এই শর্ত আরোপ করে যে জরিমানার কিছু অংশ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদালতে মওকুফ করা হবে। এই আবেদনদায়ের করা হয়েছে এই নির্দেশের বিরুদ্ধে। আমাদের দৃষ্টিতে হাইকোর্ট এটি সঠিকভাবে এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে করেছে। আমরা মনে করি যে, আলোচনাযোগ্য দলিল আইনের ১৩৮ ধারার অধীনে অপরাধের জন্য সাজা স্থগিত করার সময় আদালত একটি শর্ত আরোপ করার পরামর্শ দেওয়া হয় যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জরিমানার অংশটি মওকুফ করা হবে। যদি জরিমানার পরিমাণ বেশি হয়, তবে আদালত তার কমপক্ষে একটি অংশ মওকুফ করার নির্দেশ দিতে পারে কারণ দোষী ব্যক্তি আপিলের মুলতুবি থাকার সময় সাজা স্থগিত করতে চায়। এই ক্ষেত্রে আপিলকারীর অভিযোগ হল যে, হাইকোর্ট তাকে সাজা স্থগিত করার শর্ত হিসাবে চার লক্ষ টাকা পাঠাতে চায়। বিচার আদালত কর্তৃক আরোপিত মোট জরিমানার পরিমাণ (কুড়ি লক্ষ টাকা) বিবেচনা করার সময় এই ধরনের শর্ত আরোপ করার ক্ষেত্রে অন্যায় বা অযৌক্তিক কিছু নেই। অতএব, বিতর্কিত আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও প্রয়োজন নেই। তাই উত্তরদাতাকে কোনও বিজ্ঞপ্তিজারি করার প্রয়োজন নেই। সেই অনুযায়ী আপিল খারিজ করা হয়।

২৫. এটা সত্য যে এই আদালত উক্ত মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ধারা ৩৫৭ (২) সিপিসি বিবেচনা করেনি। আপিলকারীর পক্ষে শিক্ষিত বিচারপতিতাঁর জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক যে উপরের রায়টি ধারা ৩৫৭ (২)ফৌজদারি কার্যবিধি এর প্রয়োগযোগ্যতার উপর কোনও অনুপাত নির্ধারণ করা যায় না।

২৬। আমরা ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড এবং আনার বনাম দ্য স্মল-স্কেল ইন্ডাস্ট্রিবিচারডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসআইডিবি১), ২০০৩ (৬) কার্লজে ৩৮৭-এর ক্ষেত্রে কর্ণাটক হাইকোর্টের একটি রায়ও উল্লেখ করতে পারি, যেখানে ধারা ৩৫৭ (২) ফৌজদারি কার্যবিধির ব্যাখ্যা করার সময়, কর্ণাটক হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছিল যে ধারা ৩৫৭ (২)ফৌজদারি কার্যবিধি-এ পাওয়া "অর্থ প্রদান" শব্দটি ক্ষতিপূরণ বা জরিমানার 'জমা' কে বোঝায় না

অভিযুক্তদের দ্বারা অর্থের পরিমাণ। হাইকোর্টের সামনে আপীলকারীকে জরিমানার দণ্ডে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। আপিলে হাইকোর্ট এই শর্তে সাজা স্থগিত করার নির্দেশ দেয় যে, আপীলকারী মোট জরিমানার ২০ শতাংশ জমা করবেন যা হাইকোর্টের কাছে এই ভিত্তিতে আপত্তিকরা হয়েছিল যে, ৩৫৭ (২) ফৌজদারি কার্যবিধি ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, আপীল আদালত তাদের মোট জরিমানার ২০ শতাংশ জমা দিতে বলা ঠিক ছিল না। ৩,৯ এবং ১০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিলঃ

"৮. ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫৭ (২) ধারা যা বলে তা নিম্নরূপঃ

"যদি আপিল সাপেক্ষে কোনও মামলায় জরিমানা আরোপ করা হয়, তবে আপিল পেশ করার জন্য অনুমোদিত সময়কাল শেষ হওয়ার আগে বা আপিল পেশ করা হলে আপিলের সিদ্ধান্তের আগে এই ধরনের কোনও অর্থ প্রদান করা হবে না।"

কোথাও বলা নেই যে আপিল আদালত, অভিযুক্তের উপর আরোপিত সাজা স্থগিত করার সময়, জরিমানার পরিমাণের একটি অংশ জমা করার শর্ত আরোপ করতে পারে না। এটি সত্য যে আবেদনকারীদের উপর নির্ভর করা সিদ্ধান্ত অনুসারে, আইনের উক্ত বিধানের অধীনে আটকে রাখা কোডের ৩৫৭ ধারার উপ-ধারা (৩) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য, তবে এটি ধরে রাখা বা পড়া যায় না যে আপিল আদালত কোনও সাজা স্থগিত করার জন্য শর্তাধীন আদেশ দিতে পারে না।

৯. আমার মতে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫৭ (২) ধারায় পাওয়া "অর্থপ্রদান" শব্দটি কোনও অভিযুক্তের উপর আরোপিত সাজা স্থগিত করার সময় আপিল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের অনুসরণে কোনও অভিযুক্তের দ্বারা ক্ষতিপূরণ বা জরিমানার পরিমাণ "জমা" করাকে বোঝায় না, কারণ আমার মতে, "অর্থপ্রদান" শব্দটি সেই ব্যক্তিকে প্রদান করাকে বোঝায়, যাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয় এবং জরিমানার পরিমাণ নয়, অভিযুক্তের দ্বারা "জমা" করা ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সহ। আইনের উক্ত বিধানে যে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে তা আপিলের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বা আপিলের অগ্রাধিকারের সময় এই ধরনের অর্থ প্রদানের প্রসঙ্গে। সুতরাং, ৩৫৭ ধারাটি ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৮৯ ধারার সাথে পড়ার প্রয়োজন নেই এবং পড়া যাবে না। প্রকৃতপক্ষে, আবেদনকারী/আপিলকারী বা আপিল আদালত কেবল ১৬ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত সাজা স্থগিত করার নির্দেশ দেয়নি। অন্য দিকে

হাতে, যখন তাদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত বিতর্কিত দণ্ডাদেশের স্থগিতাদেশকে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৮৯ ধারার অধীনে আপিল আদালতকে প্রদত্ত ক্ষমতার সাথে দেখা হয়, তখন ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫৭ ধারার পরিধি বা পরিধি ছাড়াও, তাদের (আবেদনকারীদের) উপর আরোপিত মোট জরিমানার ২০ শতাংশ জমা দেওয়ার শর্তে সাজা স্থগিত করে দায়রা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত আদেশে নথিভুক্তবা দুর্বলতা বা অনিয়ম বা অবৈধতার কোনও ত্রুটি নেই বলে ধরে রাখতে কোনও অসুবিধা হবে না।

১০. বিষয়টির এই পরিপ্রেক্ষিতে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫৭ (২) ধারা বা আবেদনকারীদের পক্ষে যে সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা হয়েছে তা আবেদনকারীদের কোনও উপকারে আসে না।

২৭। আপিলকারীর পক্ষে শিক্ষিত আইনজীবীহাই কোর্টের তিনটি রায়ের উপর নির্ভর করেছেন, পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের একটি এবং 'তাঁর জমা দেওয়ার সমর্থনে পাটনা হাইকোর্টের দুটি রায়। আমাদের উপরের রায়গুলি উল্লেখ করতে হবে যা আপিলকারীর পক্ষে বিদ্বান বিচারপতির দ্বারা নির্ভর করা হয়েছে। প্রথম রায়টি হল পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ২০০৬ সালের রায় (৩) পিএলআর ১৯৪, কেদার নাথ বনাম হরিয়ানা রাজ্য। উপরের ক্ষেত্রে, আবেদনকারীকে নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্ট, ১৮৮১-এর ধারা ১৩৮-এর অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

এটিও আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, ৩ লক্ষ টাকার জরিমানার মধ্যে অভিযোগকারীকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে, একটি আপিল দায়ের করা হয়েছিল যেখানে আপিল আদালত এই শর্তে সাজা স্থগিত করেছিল যে আবেদনকারী বিচার আদালতের সামনে ২ লক্ষ টাকা জমা করবেন। উপরোক্ত শর্তটি আবেদনকারী উচ্চ আদালতে আপত্তিকরেছিলেন। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে ৩৫৭ ধারা উপ-ধারা (২) সিআরপি অনুসারে আবেদনকারী কোনও পরিমাণ জরিমানা দিতে দায়বদ্ধ নন। হাইকোর্ট ৩৫৭ ধারা উপ-ধারা (২) ফৌজদারি কার্যবিধি এর উপর নির্ভর করে জমা দেওয়া আবেদনটি গ্রহণ করেছে। রায়ের ৮ অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত রায় দেওয়া হয়েছিলঃ

"৮. দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজা আদেশের বিরুদ্ধে, আবেদনকারী কর্তৃক আপিল করা হয়েছিল, যা শুনানির জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল। সাজা স্থগিত করার সময়, আপিল আদালত বিচার আদালত কর্তৃক আরোপিত ৩ লক্ষ টাকা জরিমানার পরিমাণের মধ্যে ১,৫০,০০০/- টাকা জমা দেওয়ার শর্ত আরোপ করে। আমার মতে, উক্ত

শর্ত, আবেদনকারীকে জরিমানার পরিমাণ দিতে বাধ্য করা হয়েছিল, যা ধারা ৩৫৭ ফৌজদারি কার্যবিধি-এর উপ-ধারা (২) অনুসারে, অভিযুক্ত আপিলের চূড়ান্ত রায় না হওয়া পর্যন্ত পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ নয়। কেবলমাত্র ৩ লক্ষ টাকার জরিমানার মধ্যে, ২,৫০,০০০- অভিযোগকারীকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, আমার মতে, জরিমানার প্রকৃতি পরিবর্তন করে না। বিচার আদালতের রায়টি খুব স্পষ্ট যে এক বছরের সাজার সাথে ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়েছিল। এই মামলার ঘটনাগুলি সবিতা বহেলের মামলায় (উপরে উল্লিখিত) এই আদালতের সিদ্ধান্তের আওতায় রয়েছে। সুতরাং, আমার মতে, আপিল আদালত আপিল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সাজা স্থগিতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জামিন বন্ড জমা দেওয়ার সময় আবেদনকারীকে বিচার আদালতের সামনে ১ লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার বিতর্কিত শর্ত আরোপ করার সময় ন্যায়সঙ্গত ছিল না।

২৮. উপরের মামলাটি বর্তমান মামলা থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা করা যায়। উপরের ক্ষেত্রে, ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য ৩৫৭ উপ-ধারা (১) (খ) ফৌজদারি কার্যবিধি ধারার অর্থের মধ্যে নির্দেশনা ছিল। অতএব ধারা ৩৫৭ উপ-ধারা (২) ফৌজদারি কার্যবিধি আদালত দ্বারা নির্ভর করা হয়েছিল। বর্তমান আবেদনকারীর উপর আরোপিত জরিমানা থেকে কোনও ক্ষতিপূরণ প্রদানের মামলা নয়, সুতরাং, উপরের মামলাটি কোনওভাবেই আবেদনকারীকে সাহায্য করে না।

২৯। এখন আমরা আপিলকারী বরফ দ্বারা নির্ভর করা দ্বিতীয় মামলায় আসি। সীতারাম মন্ডলের পুত্র ভারত মন্ডলের পাটনা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় বনাম বিহার রাজ্য, ২০১২ (২) পিএলআইআর ৮৫৫। উপরোক্ত মামলায় অভিযুক্তদের ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৩০৭/১৪৯ এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং প্রত্যেককে Rধারা২০,০০০/- জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, আপিল দায়ের করা হয়েছিল যাতে আপিল আদালত জরিমানা প্রদানের উপর স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করেছিল। আপিলকারী হাইকোর্টের বিবেচনা করা জরিমানার অর্থ প্রদানের উপর স্থগিতাদেশের জন্য চাপ দিয়েছিল। হাইকোর্ট ৩৫৭ উপ-ধারা (২)ফৌজদারি কার্যবিধি এর উপর নির্ভর করেছিল।

এবং আপিলকারীর জমা দেওয়া আবেদন গ্রহণ করে যে জরিমানা প্রদান করা হবে না। নিম্নলিখিত ৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

"৭. *আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিল, শ্রী যোগীশ চন্দ্র বর্মার যুক্তি সম্পূর্ণরূপে এই ধারার আক্ষরিক ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে। আমাদের মতে, শ্রী বর্মার জমা দেওয়া বক্তব্য গ্রহণ করতে হবে। কোডের ৩৫৭ ধারার উপ-ধারা (২) এর সরল পাঠের উপর*

ফৌজদারি কার্যবিধিতে আমরা দেখতে পাই যে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত বিধানে একেবারেই কোনও অস্পষ্টতা নেই, এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, আপিল পেশ করার জন্য অনুমোদিত সময়কাল অতিবাহিত হওয়ার আগে এই জাতীয় কোনও অর্থ প্রদান করা হবে না। সুতরাং, এটি যে কোনও আদালতকে আবেদন দায়ের করা যেতে পারে সেই সময়ের জন্য অর্থ প্রদান কার্যকর করতে বাধা দেয়। দ্বিতীয়ত এটি বিধান করে যে আপিলের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত আপিল উপস্থাপন করা হলে আদায় বা অর্থ প্রদানের পদক্ষেপের স্থগিতাদেশ অব্যাহত থাকবে। "আপিলের সিদ্ধান্ত" মানে কেবল আপিলের চূড়ান্ত রায় এবং কোনও অন্তর্বর্তী পর্যায়ে কোনও আদেশ নয় কারণ এটি আপিলের সিদ্ধান্ত হবে না। সুতরাং, ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫৭ (২) ধারার সরল পাঠে আরোপিত জরিমানা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রথমে আপিল দায়ের করার জন্য উপলব্ধ সময়ের জন্য স্থগিত হয়ে যাবে এবং একবার আপিল দায়ের করা হলে আপিলের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত। এটি আইনসভার আদেশ, স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন। পরিস্থিতি ভিন্ন হবে, যদি জরিমানা দেওয়ার পরিবর্তে, ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৫৭ (৩) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে কেবল ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। এই জাতীয় ক্ষেত্রে, আপিল আদালতের বিচারিক বিবেচনার ভিত্তিতে মামলার বিবেচনার তথ্যের উপর নির্ভর করে ক্ষতিপূরণ স্থগিত রাখার বা স্থগিত না করার বিচারিক বিবেচনার অধিকার রয়েছে।

৩০. হাইকোর্টের নজরে আসা তথ্য থেকে স্পষ্ট নয় যে জরিমানার পরিমাণ ২০,০০০ টাকা ভুক্তভোগীকে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কিনা। রায়ে এমন কোনও তথ্য লক্ষ্য করা যায়নি। যদি জরিমানা থেকে কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোনও নির্দেশ না থাকে, তাহলে মামলার তথ্য হাতে থাকা মামলার মতোই। আমরা এই মতামত গ্রহণ করেছি যে, জরিমানা থেকে কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোনও নির্দেশ না থাকলে, ধারা ৩৫৭(২) ফৌজদারি কার্যবিধি আকৃষ্ট হয় না। আমাদের মতে, হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ যে, ফৌজদারি কার্যবিধি-এর ধারা ৩৫৭ উপধারা (২) অনুসারে জরিমানা আদায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থগিত হয়ে যাবে, তা বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। জরিমানা সাজার অংশ এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ না থাকা ক্ষেত্রে এই পার্থক্য বিবেচনা করা হয় না।

৩১। আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক আস্থাভাজন তৃতীয় মামলাটি হল আবার পাটনা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়, ফৌজদারি মামলায়। আপিল (ডিবি) নং ৫২৯, ২০১২, নরেশ যাদব @ নরেশ মাহতো এবং

অন্যান্য বনাম। বিহার রাজ্য. ২৬.০৬.২০১২-এর উপর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাটনা হাইকোর্টের রায়টি আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ পরামর্শদাতার সংক্ষিপ্ত জমা দেওয়ার সাথে নথিতেরাখা হয়েছে। রায়ের একটি পর্যালোচনায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে পাটনা হাইকোর্ট মামলার তথ্য এবং জরিমানা আরোপের বিষয়ে বিচার আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের প্রকৃতি লক্ষ্য করেনি। আবেদনকারী হাইকোর্টের আদেশের পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন যা জরিমানা জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। ধারা ৩৫৭ উপ-ধারা (২)ফৌজদারি কার্যবিধি. নির্ভর করা হয়েছিল এবং ডিভিশন বেঞ্চ ভারত মন্ডল ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পাটনা হাইকোর্টের পূর্ববর্তী রায়ের উপর নির্ভর করেছিল (উপরে উল্লিখিত) ০৪.০৬.২০১২ তারিখের আদেশের শেষ অনুচ্ছেদে সংশোধন করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে আরোপিত জরিমানা মামলার সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। উপরের রায়টি কেবল ভারত মণ্ডল ও অন্যান্যদের উপর নির্ভর করে। যা আমরা ইতিমধ্যে উপরে উল্লেখ করেছি তাই এই রায়ও আবেদনকারীকে সাহায্য করে না।

৩২. হরি সিং বনাম সুখবীর সিং এবং অন্যান্যদের (১৯৮৮) ৪ এস. সি. সি ৫৫১ মামলায় এই আদালত ৩৫৭ ধারা সিআরপি-র উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য বিবেচনা করেছিল। এই আদালত বলেছিল যে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেওয়ার জন্য আদালতকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা ভুক্তভোগীর জন্য কিছু করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে. এই বিধানটি আমাদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় একটি পদক্ষেপ হিসাবে ধরা হয়েছিল। ১০ অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলি করা হয়েছিলঃ

"১০... *এটি আদালতকে দোষী সাব্যস্ত করার রায় দেওয়ার সময় ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষমতা দেয়। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পাশাপাশি, আদালত অভিযুক্তকে অভিযুক্তের কৃতকর্মের শিকার ভুক্তভোগীকে ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে কিছু পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারে। এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য আদালতের এই ক্ষমতা অন্যান্য দণ্ডের সহায়ক নয়, তবে এটি তার অতিরিক্ত। এই ক্ষমতার উদ্দেশ্য ছিল ভুক্তভোগীকে আশ্বস্ত করা যে সে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় ভুলে যায়নি। এটি অপরাধের যথাযথ প্রতিক্রিয়া দেওয়ার পাশাপাশি অপরাধীর সাথে ভুক্তভোগীর পুনর্মিলনের একটি পরিমাপ। এটি কিছু পরিমাণে, অপরাধের জন্য একটি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। এটি প্রকৃতপক্ষে আমাদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় এক ধাপ এগিয়ে। অতএব, আমরা সমস্ত আদালতকে এই ক্ষমতা উদারভাবে প্রয়োগ করার পরামর্শ দিচ্ছি যাতে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য আরও ভালভাবে পূরণ করা যায়।* "

৩৩. ধারা ৩৫৭ ফৌজদারি কার্যবিধির উপ-ধারা (২)-এর উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য কী? ধারা ৩৫৭ (১) ফৌজদারি দণ্ডবিধি. জরিমানার ব্যবহার বিবেচনা করা হয়েছে

ভিয়েতিমকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আরোপিত, 'উপ-ধারা (২) একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করে যে আপিলের জন্য অনুমোদিত সময়কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা আপিল দায়ের করা না হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের অর্থ প্রদান করা হবে না। আইনসভা সচেতন ছিল যে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ ব্যবহার করা হলে, ভুক্তভোগীর কাছ থেকে ব্যবহৃত উক্ত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নাও থাকতে পারে যার কাছে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় তাই অর্থ প্রদানের নিষেধাজ্ঞা উপ-ধারা (২)-এ খোদাই করা হয়েছে। এইভাবে ধারা ৩৫৭ফৌজদারি কার্যবিধি-এর সর্বোত্তম উপ-ধারা (২), এমন একটি বিধান যা আপিলের সীমাবদ্ধতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা দায়ের করা না হওয়া পর্যন্ত প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণের ব্যবহারকে পৃথক করে বা আটকে রাখে। এই পদ্ধতিতে বিধানটি আপিলের বিচারাধীনতার সময় জরিমানার সাজা স্থগিত রাখে 'যে উদ্দেশ্যে ধারা ৩৫৭ ফৌজদারি কার্যবিধি এর উপ-ধারা (২) কার্যকর করা হয়েছে তা উপরে উল্লিখিত হিসাবে ভিন্ন এবং এটি কখনই অভিযুক্তদের উপর আরোপিত জরিমানার সাজা স্থগিত হিসাবে বিবেচনা করে না।

৩৪। আমরা অবশ্য এটা স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, আপিল আদালত ধারা ৩৮৯ ফৌজদারি কার্যবিধি-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় কারাবাস এবং জরিমানার সাজা কোনও শর্ত ছাড়াই স্থগিত করতে পারে। 'ধারা ৩৮৯ফৌজদারি কার্যবিধি-এর অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময় আপিল আদালতের ক্ষমতার উপর কোনও বাধা নেই... আপিল আদালত সাজা এবং জরিমানা উভয়ই স্থগিত করতে পারত বা জরিমানা বা জরিমানার অংশ জমা দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারত।

৩৫। কে. সি. সারিন বনাম সি. বি. আই. চণ্ডীগড়, (২০০১) ৬ এস. সি. সি ৫৮৪-এর এই আদালতের রায়ের উপরও আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত বিচারপতিনির্ভর করেছেন, যেখানে এই আদালত নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"কোনও সন্দেহ নেই যে আপিল আদালত যখন পি. সি আইনের অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং সাজার চ্যালেঞ্জের জন্য দায়ের করা আপিল গ্রহণ করে, তখন উচ্চতর আদালতকে সাধারণত আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কারাদন্ড স্থগিত করা উচিত, কারণ এর প্রত্যাখ্যান আপিলটিকে অন্যরকম করে তুলবে যদি না আপিল দায়েরের পরপরই এই ধরনের আপিলের শুনানি হতে পারে।"

৩৬। উপরোক্ত পর্যবেক্ষণটি এই আদালত কারাদন্ড স্থগিতের প্রেক্ষাপটে করেছে। বর্তমানটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে কারাদন্ড স্থগিতের প্রশ্ন জড়িত, বরং আপিল আদালত ইতিমধ্যে কারাদন্ড স্থগিত করেছে। উপরের মামলাটিও বর্তমান মামলার তথ্যে আপিলকারীকে সাহায্য করে না।

৩৭। পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের মতামত হল যে, বর্তমান মামলায় ৩৫৭(২) ধারারফৌজদারি কার্যবিধি আকৃষ্ট করা হয়নি কারণ বিচারিক আদালত কর্তৃক দণ্ডের অংশ হিসেবে আরোপিত জরিমানা থেকে কোনও ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোনও নির্দেশ ছিল না। ধারা ৩৫৭(১) ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে দণ্ড হিসাবে আরোপিত জরিমানা বা ৩৫৭(৩) ফৌজদারি কার্যবিধি এর অধীনে নির্দেশিত ক্ষতিপূরণ ব্যবহার করে ক্ষতিপূরণ প্রদানের কোনও আদেশ দেওয়া হলেই কেবল ৩৫৭ ধারারফৌজদারি কার্যবিধি (২) প্রযোজ্য হয়। বর্তমানে ৩৫৭(১) ফৌজদারি কার্যবিধি বা ৩৫৭(৩) ধারার উপ-ধারা (২) এর কোনও মামলা নেই, যা স্পষ্টতই প্রযোজ্য নয় এবং আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর উত্থাপিত দাবীর কোনও ভিত্তি নেই। অতএব, আমরা হাইকোর্টের (যেখানে হাইকোর্ট আপিলকারীকে বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত জরিমানা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে) আপত্তিকর আদেশে কোনও ত্রুটি খুঁজে পাই না। ফলস্বরূপ, আপিল খারিজ হয়ে যায়।

'অঙ্কিত জ্ঞান

আপিল খারিজ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen